দৈনিক ইত্তেফাক

18

23 JAN 1997

23 JAN 1997

নাটোরে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে

নাটোর সংবাদদাতা ।। এনজিও কর্মীদের দুর্নীতি ও অবহেলা এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের লোকবল কম হওয়ার কারণে নাটোরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে।

সংশ্লিষ্ট অফিস সূত্রে জানা যায়, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় সমন্বিত উপানুষ্ঠান শিক্ষা কার্যক্রম (ইনফেপ) নামে পরীক্ষামূলকভাবে একটি প্রকল্প চালু করা হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রকল্পটি তিন বছর মেয়াদী হইলেও পরে ইহার মেয়াদকাল বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় একশত সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার টাকা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষাদান, স্বাক্ষরতা কার্যক্রমের অধীন ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

নাটোরে উপ-আনুষ্ঠানিক

(৩য় পৃঃ পর)

অর্জন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় কারিগরি দক্ষতা অর্জন ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়ন।

এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের অধীন প্রাথমিক স্তরে ছাত্র ভর্তির হার ও শিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত রাখার জন্য ৪/৫ বছর বয়সী শিশুদের নিয়া প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাস্তর গড়িয়া তোলা হয়। ছয় হইতে দশ বছর বয়সী শিশু, যাহারা স্কুলে ভর্তি হয় নাই বা পড়া শেষ না করিয়া স্কুল ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের মৌলিক শিক্ষাদান ও স্কুলে ফিরাইয়া আনার কর্মসূচী নেওয়া হয়। ১১ হইতে ১৪ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী যাহারা স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় নাই, তাহাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে নারী-পুরুষদের স্বাক্ষরদান শিক্ষা ও তাহাদের জন্য অব্যাহত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার ইউনিসেফ, ইউএনডিপি, নোরাড ও সিডা অর্থের যোগান দেয়।

নাটোর জেলায় ১৯৯৪ সাল হইতে এই কার্যক্রম শুরু হয়। নাটোর সদর থানার বড়হরিশপুর, দিঘাপতিয়া ও লক্ষ্মীপুর, খোলাবাড়িয়া ইউনিয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চলিতেছে। ইতিমধ্যে বড়হরিশপুর ইউনিয়নকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণা করা হইয়াছে। কার্যক্রম শুরুর পর এ-পর্যন্ত ১৫ হাজার বালক-বালিকাকে লেখাপড়া শেখানো হইয়াছে। ইহা-

ছাড়া নিরক্ষরমুক্ত করা হইয়াছে প্রায় আট হাজার বয়স্ক নারী ও পুরুষকে।
তি বছর আরও দুই হাজার আট
বালক-বালিকাকে শিক্ষাদান
ইবে। আগামী ফেব্রুয়ারী
ত বড়াই গ্রাম থানার
মাঝগ্রাম ইউনিয়নে এই
করা হইবে। এই দুইটি
জার সাত শত জন
শিক্ষানের কর্মসূচী

ষাঠ পর্যায়ে এই কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছে করেকটি বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ৩০টি কেন্দ্রে শিক্ষাদান কর্মসূচীর জন্য তাহাদেরকে ছয় হাজার টাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু এই টাকা যথাযথ ভাবে ব্যয় করে না বলিয়া অভিযোগ আছে। শিক্ষা কেন্দ্রে হারিকেন, শিক্ষর্থীদের বসার জন্য মাদুর, ব্ল্যাক বোর্ড, চক-ডাষ্টার প্রভৃতি ক্রয়ের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, উহাও সঠিক ভাবে ব্যয় করা হয় না।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে ৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপন ও একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। প্রতি ১৫টি কেন্দ্রের জন্য একজন সুপারভাইজার আছে। কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়। থানা পর্যায়ে থানা অফিসারকে সভাপতি ও সকল ইউপি চেয়ারম্যানকে সদস্য করিয়া কমিটি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অফিসে লোকবলের অভাবে কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হইতেছে। অপরদিকে কেন্দ্রের শিক্ষকদের মাসিক মাত্র চারশত টাকা, সুপার ভাইজারদের এক হাজার টাকা ভাতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত কম। ফলে তাহারা ধীরে ধীরে কাজে উৎসাহ হারাইয়া ফেলিতেছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় দুই বছরমেয়াদী মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমে ছয় হইতে দশ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের পাঠদান শেষে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়। তবে এই স্তরে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় স্কুলে অধ্যয়ন কষ্টকর হইয়া পড়ে। নব্য সাক্ষর এলাকায় গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই কেন্দ্রে বই ও পত্রিকা, খেলাধুলার সরঞ্জাম, রেডিও প্রভৃতি আছে। নূতন অবস্থায় কেন্দ্রগুলি ভালভাবে চলিলেও কিছুদিন পর পরিচালনার ত্রুটির কারণে তেমন জনসমাগম হয় না।

এতদসত্ত্বেও নাটোরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম জনপ্রিয় হইয়াছে গ্রামের অশিক্ষিত-অসচেতন মানুষ। শিক্ষা কেন্দ্রে আসিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে।